'অস্বাভাবিক' রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রস্তাবে কূটনৈতিক মহলে আলোড়ন

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খানকে ডেনমার্কে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে কোপেনহেগেনকে সম্মতির (এগ্রিমো) জন্য চিঠি পাঠিয়েছে, যা পেলে তার নিয়োগ চূড়ান্ত হবে।

এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি বিষয়ক দূত লামিয়া মোর্শেদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং তার বোন হুসনা সিদ্দিকীকেও রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিতে চায়। এ প্রস্তাবগুলো নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তোলপাড় চলছে।

পেশাদার কূটনীতিকরা বলছেন, এ ধরনের রাজনৈতিক ও বিশেষ দূতদের নিয়োগ কূটনৈতিক কাঠামোয় বৈষম্য বাড়াবে। তাদের মতে, যারা বছরের পর বছর মন্ত্রণালয়ে কর্মরত, তারা এখন পদবঞ্চিত হচ্ছেন "মাখন খাওয়া" গোষ্ঠীর কাছে।

সূত্র জানায়, লুৎফে সিদ্দিকী সিঙ্গাপুর এবং তার বোন হুসনা সিদ্দিকী নেদারল্যান্ডসে রাষ্ট্রদূত হতে চান। অন্যদিকে লামিয়া মোর্শেদের পছন্দ ইউরোপের কোনো দেশ।

বর্তমানে ডেনমার্ক ছাড়াও সিঙ্গাপুর, দ্য হেগ, থিম্পু, ইয়াঙ্গুন ও তেহরানে রাষ্ট্রদূতের পদ শূন্য রয়েছে, তবে এসব পোস্টে নিয়োগের ফাইলওয়ার্ক এখনো শুরু হয়নি।

সূত্র: মানবজমিন